ফিশারিজ নিউজলেটার

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা

www.fri.gov.bd

বর্ষ ১৮-১৯, সংখ্যা ৪, ১; ২০১৯

ISSN 1023-9448

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নতুন প্রতিমন্ত্রী জনাব মো. আশরাফ আলী খান খসরু এমপি

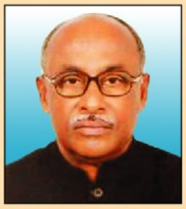

বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মো. আশরাফ আলী খান খসরু এমপি গত ১০ জানুয়ারি ২০১৯ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে যোগদান করেছেন। তিনি ১৯৪৯ সালের ২২ মার্চ নেত্রকোণা জেলায় সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নেত্রকোণা সরকারি কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী শিক্ষাজীবনে ছাত্র রাজনীতির সাথে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত থেকে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৪ সালে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে তিনি ছাত্রলীগ কর্মী হিসেবে কারাভোগ করেন। তিনি ১৯৬৬-৬৮ সাল পর্যন্ত নেত্রকোণা মহকুমা ছাত্রলীগের প্রচার সম্পাদক ও ১৯৬৮-৬৯ সালে সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৬৯-৭০ সালে জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তিনি ১৯৭১ সালে কোম্পানি কমান্ডার হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭৬ সালে সামরিক সরকারের জরুরী অবস্থাকালীন এক বছর কারাভোগ করেন। এরপর ১৯৯০ সালে তিনি স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। জনাব মো. আশরাফ আলী খান খসরু এমপি ২০০৪ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত নেত্রকোণা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

এরপর পৃষ্ঠা ০৩

জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০১৯ পালিত

'কোনো জাল ফেলবো না, জাটকা ইলিশ ধরবো না' প্রতিপাদ্যকে সামনে নিয়ে ইলিশ অধ্যুষিত ৩৭টি জেলায় এ বছরও গত ১৬ থেকে ২২ মার্চ জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০১৯ পালিত হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মো. আশরাফ আলী খান খসরু এমপি

গত ১৬ মার্চ ২০১৯ ভোলার চরফ্যাশনে প্রধান অতিথি হিসেবে জাটকা সপ্তাহের উদ্বোধন করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মো. আশরাফ আলী খান খসরু এমপি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো. রইছউল আলম মন্ডল। উদ্বোধন শেষে চরফ্যাশনে আলোচনা সভা ও নৌ র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়।

এরপর পৃষ্ঠা ০২

ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধিতে অভয়াশ্রমের প্রভাব ও জাটকা সংরক্ষণ শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০১৯ উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) কর্তৃক গত ২৩ মার্চ ২০১৯ চাঁদপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে 'ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধিতে অভয়াশ্রমের প্রভাব, মজুদ নিরূপণ ও জাটকা সংরক্ষণে গবেষণা অগ্রগতি পর্যালোচনা' শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন করা হয়।

কর্মশালায় উপস্থিত মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এমপি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মো. আশরাফ আলী খান খসরু এমপিসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি এমপি। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মো. আশরাফ আলী খান খসরু এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের সচিব

এরপর পৃষ্ঠা ০৪

নবনিযুক্ত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রীকে সংবর্ধনা প্রদান

গত ১০ জানুয়ারি ২০১৯ সচিবালয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নবনিযুক্ত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মো. আশরাফ আলী খান খসরু এমপিকে মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থা থেকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এ

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মো. আশরাফ আলী খান খসরু এমপিকে ফুলেল শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছেন মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. রইছউল আলম মণ্ডল

উপলক্ষে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো. রইছউল আলম মণ্ডলসহ বিভিন্ন সংস্থা প্রধানগণ ফুল দিয়ে মাননীয় প্রতিমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানান। এ সময় অন্যান্যদের মাঝে বক্তব্য রাখেন

এরপর পৃষ্ঠা ০৩

সম্পাদকীয়

ফিশারিজ নিউজলেটার বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) এর একটি নিয়মিত ত্রৈমাসিক প্রকাশনা। প্রকাশনাটিতে মৎস্য সম্পর্কিত নানাবিধ গবেষণা তথ্য ও সংবাদ গুরুত্ব সহকারে স্থান দেয়া হয়। অতীতের মতো এবারও নিউজলেটারে বৈচিত্র্যপূর্ণ মৎস্য বিষয়ক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। নিউজলেটারের বর্তমান সংখ্যায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে নতুন প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের যোগদান, জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উদযাপন, বিজয় দিবস উদ্‌যাপন, কর্মশালা, প্রশিক্ষণ, পরিদর্শন, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। ফিশারিজ নিউজলেটার (ভলিউম : ১৮-১৯, সংখ্যা: ৪, ১) প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। নিউজলেটারের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য মৎস্য সম্পর্কিত লেখা বা সংবাদ প্রেরণের আহবান জানাচ্ছি।

ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ

চিংড়ি চাষে সমসাময়িক প্রতিবন্ধকতা ও উত্তরণের উপায় শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) এর বাগেরহাটস্থ চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্রে গত ৫ ডিসেম্বর ২০১৮ 'চিংড়ি চাষে সমসাময়িক প্রতিবন্ধকতা ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গোপালগঞ্জস্থ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. নাসিরউদ্দিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা বিভাগের মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ বিভাগের উপ-পরিচালক জনাব মো. আব্দুল ওয়াদুদ, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিশারিজ এন্ড মেরিন রিসোর্স টেকনোলজি ডিসিপ্লিন এর অধ্যাপক ড. গাউছিয়াতুর রেজা বানু এবং ইনস্টিটিউটের খুলনার পাইকগাছাস্থ লোনাপানি কেন্দ্রের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা সৈয়দ লুৎফর রহমান। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে কেন্দ্রের গবেষণা কার্যক্রমকে আরো ফলপ্রসু এবং বিস্তৃত করার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পারিক অভিজ্ঞতা বিনিময়সহ যৌথ গবেষণা পরিচালনার উপর গুরুত্বারোপ করেন। কর্মশালায় বিএফআরআই এর বিভিন্ন কেন্দ্র ও

কর্মশালায় উপস্থিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. নাসিরউদ্দিনসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

উপকেন্দ্রের বিজ্ঞানী, মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, এনজিও প্রতিনিধি, চিংড়ি চাষী এবং উদ্যোক্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্রের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জনাব এইচ. এম রাকিবুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্রর মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. খান কামাল উদ্দিন আহমেদ।

জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০১৯ পালিত

১ম পৃষ্ঠার পর

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভোলা-৪ আসনের সংসদ সদস্য জনাব আবদুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব। উদ্বোধনী সভায় প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে জাতীয় অর্থনীতিতে ইলিশ সম্পদ একটি সম্ভাবনাময় খাত উল্লেখ করে বলেন, ইলিশ মাছ ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ায় বাংলাদেশের এখন ইলিশের উপর একক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাহসী নেতৃত্বে সমুদ্র জয়ের ফলে আমাদের সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ ও উৎপাদনের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। এ দেশের জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি উন্নয়ন ও রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে মৎস্য খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এসময় তিনি মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিষিদ্ধ জাল দিয়ে মাছ ধরা বন্ধের জোরালো আহবান জানান। অনুষ্ঠানের সভাপতি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো. রইছউল আলম মন্ডল বলেন, সরকারের গৃহীত পরিকল্পনা যথাযথ বাস্তবায়নে জনগণের সচেতনতা ও আন্তরিক সহযোগিতার কোন বিকল্প নেই। এসময় তিনি বিএফআরআই এর তথ্যের ভিত্তিতে দেশে জাটকা রক্ষার্থে ঘোষণাকৃত ৬টি অভয়াশ্রম এলাকায় জাটকা ধরা বন্ধে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। আলোচনা সভায় অন্যান্যদের মাঝে বক্তব্য রাখেন মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবু সাইদ মো. রাশেদুল হক, ভোলা জেলা প্রশাসক মো. মাসুদ আলম ছিদ্দিক, নৌ পুলিশের অতিরিক্ত ডিআইজি মো. মাহবুবুর রহমান, ভোলা পুলিশ সুপার মো. মোকতার হোসেন, আওয়ামী মৎস্যজীবী লীগের সাধারন সম্পাদক আলহাজ্ব আবুল বাসার, প্রমুখ। সভা শেষে মেঘনার সামরাজ ঘাট থেকে প্রায় শতেক ট্রলার নিয়ে নৌ র‌্যালি অনুষ্ঠিত হয়। জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়ন উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী গৃহীত অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে ছিল কর্মশালা, সচেতনতামূলক ভিডিওচিত্র প্রদর্শন, টেলিভিশন ও বেতারে প্রচারণা, ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা ইত্যাদি।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রীর বিএফআরআই এর সামুদ্রিক কেন্দ্র পরিদর্শন

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মো. আশরাফ আলী খান খসরু এমপি গত ২৬ জানুয়ারি ২০১৯ বিএফআরআই এর কক্সবাজারস্থ সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো. রইছউল আলম মন্ডল, বিএফআরআই এর মহাপরিচালক

মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর কক্সবাজারস্থ সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র পরিচালিত ভেটকি মাছের গবেষণা কার্যক্রম পরিদর্শন

ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ, মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব আবু সাইদ মো. রাশেদুল হক, কেন্দ্রের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. জুলফিকার আলী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এ সময় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কেন্দ্র থেকে চলমান সীউইড চাষ ও ভেটকি মাছের প্রজনন গবেষণা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৯ উদযাপন

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে গত ২৬ মার্চ ২০১৯ বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটে (বিএফআরআই) বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। এ উপলক্ষে ইনস্টিটিউটে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিনব্যাপী কর্মসূচি শুরু করা হয়। আয়োজিত অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে ছিল শিশু-কিশোরদের মাঝে চিত্রাঙ্কন ও সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা, মহিলাদের পিলো পাসিং প্রতিযোগিতা, মহান স্বাধীনতা দিবসের ওপর আলোচনা ও মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা বর্ণনা এবং শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মার মাগফেরাত ও দেশের সমৃদ্ধি কামনা করে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল। আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ।

এরপর পৃষ্ঠা ০৪

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

শেষ পৃষ্ঠার পর

এ সময় মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো. রইছউল আলম মন্ডল সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের উন্নয়ন ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারের পরিকল্পনা সভায় উল্লেখ করেন এবং বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করেন। মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত এ সভায় অন্যান্যদের মাঝে বক্তব্য রাখেন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (ব্লু-ইকোনমি) জনাব মো. তৌফিকুল আরিফ, বিএফআরআই এর মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ, মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব আবু সাইদ মো. রাশেদুল হক, মেরিন ফিশারিজ একাডেমির অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন মাসুক হাসান আহমেদ, মৎস্য অধিদপ্তরের পরিচালক (মেরিন) ড. আবুল হাসনাত, প্রকল্প পরিচালক জনাব হাসান আহমেদ চৌধুরী, প্রমুখ।

মতবিনিময় সভায় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মো. আশরাফ আলী খান খসরু এমপি

এরপর মাননীয় প্রতিমন্ত্রী 'আর ভি মীন সন্ধানী' জাহাজযোগে সমুদ্রে জরীপ কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করেন এবং সমুদ্রপথে ২৬ জানুয়ারি কক্সবাজার গমণ করেন। সেখানে তিনি বিএফডিসি এর মৎস্য আহরণ কেন্দ্র পরিদর্শন ও পল্টুন উদ্বোধন করেন।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রীর বিএফআরআই এর সদর দপ্তর ও স্বাদুপানি কেন্দ্র পরিদর্শন

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মো. আশরাফ আলী খান খসরু এমপি গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ ময়মনসিংহস্থ বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) এর সদর দপ্তর ও স্বাদুপানি কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি ইনস্টিটিউটের বিপন্নপ্রায় প্রজাতির দেশীয় মাছ সংরক্ষণ, মুক্তা চাষ, উন্নত জাতের কৈ ও তেলাপিয়া চাষ, কুঁচিয়ার পোনা উৎপাদন ও চাষ, মেকং পাঙ্গাসের ব্রুড ব্যবস্থাপনাসহ চলমান গবেষণা কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন এবং গবেষণা অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। এরপর তিনি ইনস্টিটিউটের কনফারেন্স রুমে বিএফআরআই এর কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। এতে সভাপতিত্ব করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ। সভায় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকারের গৃহীত পরিকল্পনা যথাযথ বাস্তবায়নের ফলে মৎস্য খাতের উন্নয়ন আজ দৃশ্যমান। এ ধারা অব্যাহত রাখতে তিনি ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীদের জাতীয় চাহিদার নিরিখে গবেষণার পরিধি আরো বিস্তৃত করার পরামর্শ প্রদান করেন। এ সময় তিনি দেশের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের সর্বাত্মক সহযোগিতা

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়কে কৈ মাছের জাত উন্নয়ন গবেষণা অগ্রগতি অবহিত করছেন ইনস্টিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. এ এইচ এম কোহিনুর

অব্যাহত থাকার কথাও উল্লেখ করেন। মতবিনিময় সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মিসেস মাহবুবা পান্না, মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব আবু সাইদ মো. রাশেদুল হক, ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. মো. নুরুল্লাহ, ড. মো. খলিলুর রহমান, প্রমুখ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস ২০১৯ উদযাপন

শেষ পৃষ্ঠার পর

ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতি-ধর্ম-বর্ণ সবার উর্ধ্বে একজন সার্বজনীন মানুষ। তাঁর জীবন বাংলার মানুষকে ভালোবেসে স্বার্থহীনভাবে উৎসর্গ করেছিলেন। ব্যক্তিজীবনে তাঁর আদর্শকে ধারণ ও অনুসরণ করতে পারলেই দেশ সোনার বাংলায় পরিণত হবে। পরে তিনি প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মাঝে বক্তব্য রাখেন ড. মো. নুরুল্লাহ, পরিচালক (গবেষণা ও পরিকল্পনা), ড. মো. খলিলুর রহমান, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. এএইচএম কোহিনুর, বিএফআরআই লেডিস কাবের সভানেত্রী ও প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোহসেনা বেগম তনু প্রমুখ। এ সময় ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নতুন প্রতিমন্ত্রী জনাব মো. আশরাফ আলী খান খসরু এমপি

১ম পৃষ্ঠার পর

পরবর্তীতে আবারও ২০১৬ হতে অদ্যাবধি দ্বিতীয় মেয়াদে নেত্রকোণা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন। এর আগে তিনি ১৯৭২-৭৩ সাল পর্যন্ত জেলা শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক ও ১৯৯৭-২০০৪ সাল পর্যন্ত জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর পিতা বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম নুরুল ইসলাম খান (এন আই খান) ১৯৬৩ সালে পুর্নগঠিত আওয়ামী লীগের নেত্রকোণা মহকুমা আহবায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর মাতা মুক্তিযোদ্ধা হেনা ইসলাম ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের মহিলা সম্পাদিকা। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সহধর্মিনী কামরুন্নেছা আশরাফ দীনা বর্তমানে নেত্রকোণা জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। উল্লেখ্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী জনাব মো. আশরাফ আলী খান খসরু এমপি ২০০৮ ও ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নেত্রকোণা-২ (সদর-বারহাট্টা) আসন থেকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

বিএফআরআই এর নদী কেন্দ্র পরিদর্শনে মৎস্য সচিব

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো. রইছউল আলম মন্ডল গত ১৮-১৯ জানুয়ারি ২০১৯ বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) এর চাঁদপুরস্থ নদীকেন্দ্র পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ সচিব মহোদয়কে কেন্দ্রের চলমান বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন। এছাড়াও সচিব মহোদয় কেন্দ্রে বাস্তবায়নাধীন 'ইলিশ গবেষণা জোরদারকরণ' প্রকল্পের বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। এ সময় বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়কালে তিনি দেশের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে বিজ্ঞানীদের আরো প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনার উপর গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়া, তিনি নদীকেন্দ্রের ইলিশ গবেষণা জাহাজ 'এম ভি রূপালী ইলিশ' এর মাধ্যমে নদীতে বিজ্ঞানীদের ইলিশ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করেন। এ সময় তিনি কেন্দ্রের ইলিশ গবেষণা পরিচালনার জন্য উন্নত সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত একটি নতুন গবেষণা জাহাজের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো. রইছউল আলম মন্ডল ইনস্টিটিউটের চাঁদপুরস্থ নদীকেন্দ্র পরিদর্শন করছেন

নবনিযুক্ত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রীকে সংবর্ধনা প্রদান

১ম পৃষ্ঠার পর

মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো. রইছউল আলম মণ্ডল, অতিরিক্ত সচিব কাজী ওয়াছি উদ্দিন, অতিরিক্ত সচিব জনাব সুবোল বোস মনি, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান জনাব দিলদার আহমদ, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ, মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব আবু সাইদ মো. রাশেদুল হক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডা. হীরেশ রঞ্জন ভৌমিক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. নাথুরাম সরকার, প্রমুখ। এ সময় প্রদত্ত বক্তব্যে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী সততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সঙ্গে সবাইকে দায়িত্ব পালন

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মো. আশরাফ আলী খান খসরু এমপিকে ফুলেল শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছেন বিএফআরআই এর মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ

করার নির্দেশনা প্রদানসহ অনৈতিক তদবিরে প্রশ্রয় না দেয়ার আহবান জানান। এসময় তিনি জননেত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে দেশ এবং জনগণের কল্যাণে মন্ত্রণালয়ের কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জনে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বিএফআরআই-এ প্রশিক্ষণ আয়োজন

৫ম পৃষ্ঠার পর

সর্বজনস্বীকৃত। মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ। এ সময় তিনি বিএফআরআই উদ্ভাবিত প্রযুক্তি প্রশিক্ষণার্থীদের সামনে তুলে ধরেন এবং দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা মেটাতে মৎস্য খাতে আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রস্তুত হওয়ার আহবান জানান। প্রশিক্ষণে শিক্ষার্থীদের মাছের রোগ ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, মাছের খাদ্য ও পুষ্টি, কুঁচিয়া মাছের চাষ, দেশীয় মাছের সংরক্ষণ ও প্রজনন, মাছের কৃত্রিম প্রজননে আন্তঃপ্রজনন সমস্যা, স্বাদুপানির ঝিনুকে মুক্তা চাষসহ অন্যান্য বিষয়ে অবহিত করা হয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিমেল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আলোচ্য প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধিতে অভয়াশ্রমের প্রভাব ও জাটকা সংরক্ষণ শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

১ম পৃষ্ঠার পর

জনাব মো. রইছউল আলম মন্ডল। অনুষ্ঠানে সম্মানিয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব আবু সাইদ মো. রাশেদুল হক। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বিএফআরআই এর মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বিএফআরআই এর তথ্যের ভিত্তিতে দেশে জাটকা রক্ষার্থে ৬টি অভয়াশ্রম ঘোষণা এবং বর্তমান সরকারের নানামুখী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে গত ১০ বছরে ইলিশের উৎপাদন ৭৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এসময় তিনি ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধির এ ধারা অব্যাহত রাখতে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানান। প্রধান বক্তার বক্তব্যে মাননীয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী জানান, ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ইলিশের উৎপাদন রেকর্ড পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৫ লক্ষ ১৭ হাজার মে. টনে উন্নীত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে জাটকা সমৃদ্ধ ১৭টি জেলার ৮৫টি উপজেলায় জাটকা আহরণে বিরত ২ লক্ষ ৩৮ হাজারেরও অধিক সুফলভোগী জেলে পরিবারকে মাসিক ৪০ কেজি হারে ৪ মাসের জন্য মোট ৩৮ হাজার ১ শত ৮৮ মেট্রিক টন খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। জেলেদের খাদ্যের সংস্থান নিশ্চিত হওয়ায় তারা স্বপ্রণোদিত হয়ে জাটকা আহরণ থেকে অনেক জেলে বিরত থাকছে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো. রইছউল আলম মন্ডল বলেন, ইলিশ ব্যবস্থাপনা কৌশল যথাযথ বাস্তবায়নের ফলে ইলিশের উৎপাদন বেড়েছে। দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান, খাদ্য নিরাপত্তা ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে ইলিশসম্পদ ভবিষ্যতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি সভায় উল্লেখ করেন। কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ইনস্টিটিউটের নদী কেন্দ্রের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ আশরাফুল আলম এবং মৎস্য অধিদপ্তরের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জনাব মো. মনোয়ার হোসেন। এ সময় অন্যান্যদের মাঝে বক্তব্য রাখেন মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবু সাইদ মো. রাশেদুল হক, চাঁদপুর জেলা প্রশাসক মো. মাজেদুর রহমান খান, প্রমুখ। কর্মশালায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিজ্ঞানী, সম্প্রসারণ কর্মী, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি এবং মৎস্য সেক্টরের সাথে সম্পৃক্ত উদ্যোক্তা ও মৎস্যজীবিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৯ উদযাপন

২য় পৃষ্ঠার পর

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, মানুষের জীবনে স্বাধীনতার মতো এমন অমূল্য সম্পদ আর নেই। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ত্রিশ লক্ষ জীবনের বিনিময়ে বাংলার মুক্তিকামী বাঙালি এ অমূল্য সম্পদ অর্জন করেছে। বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রাজ্ঞ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে। স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের এ অগ্রযাত্রায় সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করার এবং নতুন

প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করছেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ

প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তিনি আহবান জানান। পরে প্রধান অতিথি বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইনস্টিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. ইনামুল হক। এ সময় অন্যান্যদের মাঝে বক্তব্য রাখেন ড. মো. নুরুল্লাহ, পরিচালক (গবেষণা ও পরিকল্পনা), ড. মো. খলিলুর রহমান, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. এএইচএম কোহিনুর, বিএফআরআই লেডিস ক্লাবের সভানেত্রী ও প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোহসেনা বেগম তনু, জনাব মো. আসাদুর রহমান, উপ-পরিচালক (স্বাদুপানি কেন্দ্র), জনাব সেখ রাসেল, উপ-পরিচালক (হিসাব), প্রমুখ।

মৎস্য গবেষণায় অসামান্য অবদানের জন্য তিন জন মৎস্য বিজ্ঞানীর লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট এ্যাওয়ার্ড অর্জন

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ফোরাম (বিএফআরএফ) মৎস্য গবেষণা, শিক্ষা ও উন্নয়নে অসামান্য অবদানের জন্য বিশিষ্ট তিনজন বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদকে লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট প্রদান করেছে। পুরস্কার প্রাপ্তরা হলেন ভারতের মুম্বাইস্থ সেন্টাল ইনস্টিটিউট অব ফিশারিজ এডুকেশন এর সাবেক পরিচালক এবং ভারত সরকারের মৎস্য উপদেষ্টা ড. দিলীপ কুমার। অপর দুইজন হলেন বিশিষ্ট মৎস্যবিজ্ঞানী বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক মহাপরিচালক ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়,

ময়মনসিংহ এর সাবেক সহযোগী অধ্যাপক ড. এম এ মজিদ এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও ফেনী বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. সাইফুদ্দীন শাহ। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল মিলনায়তনে গত ৩০ মার্চ ২০১৯ আয়োজিত অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা কমিশন (জিইডি) এর সদস্য (সিনিয়র সচিব) প্রফেসর ড. শামসুল আলম এ পুরস্কার প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিএফআরএফ এর সভাপতি ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের অধ্যাপক ড. এ কে এম এম নওসাদ আলম। সম্মানিত অতিথিদের মাঝে বক্তব্য রাখেন সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. মতিয়ার রহমান হাওলাদার, এফএও এর বাংলাদেশ প্রতিনিধি রবার্ট ডি সিম্পসন, ওয়ার্ল্ড ফিশ এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. ম্যালকন ডিকসন, মৎস্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব সালেহ আহমেদ, বিএফআরআই এর পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ড. মো. খলিলুর রহমান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিএআরসি'র নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. মো. কবির ইকরামুল হক ।

ব্লু-ইকোনমি ডায়ালগ অন ফিশারিজ অনুষ্ঠিত

শেষ পৃষ্ঠার পর

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো. রইছউল আলম মণ্ডল। প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বঙ্গোপসাগরের ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৮১৩ ব. কি. এলাকায় আমাদের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ বিস্তর জলরাশিকে সুরক্ষাসহ এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবন করা এখন আমাদের দায়িত্ব। সমুদ্রে মাছের প্রকৃত মজুদ নিরুপণ এবং টেকসই আহরণের মাধ্যমে সামুদ্রিক মাছের উৎপাদন আরো বাড়ানোর উপর তিনি সভায় গুরুত্বারোপ করেন। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এফএও এর প্রতিনিধি জ্যাকুলিন এলদার। অন্যান্যদের মাঝে বক্তব্য রাখেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিটের সচিব রিয়াল অ্যাডমিরাল (অব.) মো. খোরশেদ আলম, এফএও এর বাংলাদেশ প্রতিনিধি রবার্ট এডলাস সিম্পসন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি) তৌফিকুল আরিফ, মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবু সাইদ মো. রাশেদুল হক, প্রমুখ। উল্লেখ্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) যৌথভাবে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এতে মোট ০৬ টি কারিগরি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কারিগরি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক জনাব মো. আবুল কালাম আজাদ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব জনাব সাজ্জাদুল হাসান, বিশিষ্ট পানি বিশেষজ্ঞ ও পরিবেশবিদ প্রফেসর ড. আইনুন নিশাত, পিকেএসএফ এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ, প্রমুখ।

গবেষণা সাফল্য

অপ্রচলিত জলজসম্পদ শামুক ও ঝিনুকের পুষ্টিগুণ এবং সম্ভাবনা

শামুক, ঝিনুক ও ওয়েস্টার বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন অপ্রচলিত জলজসম্পদ। বাংলাদেশে খাবার হিসেবে এদের তেমন প্রচলন না থাকলেও পুষ্টিগুণ বিচারে এদের গুরত্ব অপরিসীম। শামুক ও ঝিনুকে উচ্চ মাত্রায় প্রোটিন, গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিন, খনিজ পদার্থ এবং ওমেগা-৩ ও ওমেগা-৬ ফ্যাটি এসিড রয়েছে-যা হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়, চোখ ভালো রাখে, মানসিক দুশ্চিন্তা ও উত্তেজনা কমায় এবং বিশেষ করে শিশুদের মস্তিষ্কের উৎকর্ষতা সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। উন্নত দেশে মাছ ও মাংসের পাশাপাশি শামুক ও ঝিনুক খুবই জনপ্রিয় এবং অধিক চাহিদাসম্পন্ন খাদ্য উপাদান। বাংলাদেশে শুধুমাত্র আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ শামুক ও ঝিনুক খেতে অভ্যস্ত। শামুক ও ঝিনুক শুধু পোল্ট্রি ফিড, সার ও চুন তৈরিতেই নয়, মানুষের জন্যেও যে উচ্চ পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ খাবার তা অনেকেরই অজানা। পুষ্টিসসমৃদ্ধ এসব নতুন খাবারে অভ্যস্তকরণ এবং মানবদেহে এর উপকারিতা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা প্রয়োজন। পাশাপাশি চাষের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করে শামুক-ঝিনুক বিদেশে রপ্তানি করা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে বাংলাদেশে ঝিনুক ও শামুক সংরক্ষণ, পোনা উৎপাদন ও চাষ শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প বর্তমানে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

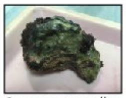
Saccostrea cuccullata

Lamellidens marginalis

Lamellidens corrianus

Pila globosa

চিত্র: বাংলাদেশে প্রাপ্ত ঝিনুক ও শামুক

উক্ত প্রকল্পের আওতায় দেশের স্বাদুপানি অঞ্চল, উপকূলীয় এলাকা এবং সমুদ্র থেকে ঝিনুক ও শামুকের নমুনা সংগ্রহ করে ইনস্টিটিউটে এদের বিভিন্ন পুষ্টিমান নির্ণয় করা হয়েছে। বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, সামুদ্রিক ঝিনুক বা ওয়েস্টার এ প্রোটিনের পরিমাণ ৬৫.৩ %, লিপিড ১১.২%, এ্যাশ ১৩.৮% এবং ময়েশ্চার ৮৮.৪% এবং শামুকে প্রোটিনের পরিমাণ ৪৯.৬%, লিপিড ৩%, এ্যাশ ১৬.৮% এবং ময়েশ্চার ৪৮.৩%। এছাড়াও স্বাদুপানির ঝিনুকে প্রোটিনের পরিমাণ ৩৬.৯-৪০.৯%, লিপিড ৪.৪-৪.৮%, এ্যাশ ১১.৪-১৩.১% এবং ময়েশ্চার ৮৪.৮- ৮৫.৪% পাওয়া যায়। প্রোটিন, লিপিড, এ্যাশ ও ময়েশ্চার নির্ণয়ের পাশাপাশি এদের বিভিন্ন ধরণের গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাটি এসিড এবং খনিজ পদার্থের উপস্থিতি নির্ণয় করা হয়েছে। বিশ্লেষণে সামুদ্রিক ঝিনুক বা ওয়েস্টারে সম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড ৫২.২%, অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড ৪৮.৮%, মনোআনসেচুরেটেড ফ্যাটি এসিড ২২.২%, পলিআনসেচুরেটেড ফ্যাটি এসিড ২৬.৬%, ইকোসাপেন্টানয়িক এসিড ৯.৬% এবং ডকোসাপেন্টানয়িক এসিড ৫.৩% পাওয়া গেছে। একইভাবে শামুকে সম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড ৪৮.৫%, অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড ৫১.৫%, মনোআনসেচুরেটেড ফ্যাটি এসিড ৩০.১%, এবং পলিআনসেচুরেটেড ফ্যাটি এসিড ৯.২%পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে স্বাদুপানির ঝিনুকে সম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড ৪৪.৯-৪৪.০%, অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড ৫৫.১-৫৬.০%, মনোআনসেচুরেটেড ফ্যাটি এসিড ৪৩.৮-২২.০% এবং পলিআনসেচুরেটেড ফ্যাটি এসিড ১১.৩-৩৪.০% পাওয়া গেছে। নিম্নের সারণিতে শামুক ঝিনুকের পুষ্টিমান তথ্য দেয়া হলো।

১. ওয়েস্টার, শামুক ও ঝিনুকে প্রোটিন, লিপিড, অ্যাশ ও ময়েশ্চার এর পরিমাণ (%)

প্রজাতি	প্রোটিন (%)	লিপিড (%)	অ্যাশ (%)	ময়েশ্চার (%)
Saccostrea cuccullata	৬৫.৩%	১১.২%	১৩.৮%	৮৮.৪%
Pila globosa	৪৯.৬%	৩.০%	১৬.৮%	৮৩.৪%
Lamellidens marginalis	৩৬.৯%	৪.৪%	১৩.১%	৮৪.৮%
Lamellidens corrianus	৪০.৯%	৪.৮%	১১.৪%	৮৫.৪%

২. ওয়েস্টার, শামুক ও ঝিনুকে এমাইনো এসিড এর পরিমাণ (%)

Species	Asp	Thr	Met	Val	Leu	Ileu	His	Lys	Tyr	Arg
S. cuccullata	৪.৫	২.৭	১.১	২.১	৩.৫	২.৪	২.৭	৪.১	২.৫	২.৮
P. globosa	৩.৪	২.১	০.৮	১.৬	২.৬	১.৮	২.০	৩.১	১.৯	২.২
L. marginalis	২.৬	১.৬	০.৬	১.২	২.০	১.৪	০.৮	২.৪	১.৫	১.৬
L. corrianus	২.৮	১.৭	০.৭	১.৪	২.২	১.৫	০.৯	২.৬	১.৭	১.৮

Asp: Aspartic acid; Thr: Threonine; Met: Methionine; Val: Valine; Leu: Leucine; Ileu: Isoleucine; His: Histidine; Lys: Lysine; Tyr: Tyrosine; Arg: Arginine

৩. ওয়েস্টার, শামুক ও ঝিনুকে ফ্যাটি এসিড এর পরিমাণ (%)

Species	SFA	UFA	MUFA	PUFA	LA	ALA	ARA	EPA	DHA
S. cuccullata	৫১.২	৪৮.৮	২২.২	২৬.৬	২.৩	২.৯	৬.৩	৯.৬	৫.৩
Pilaglobosa	৪৮.৫	৫১.৫	৩০.১	২১.৪	৯.২	৪.৬	৭.৫	০.০	০.০
L. marginalis	৪৪.৯	৫৫.১	৪৩.৮	১১.৩	৩.৩	৩.১	২.৬	১.১	০.৯
L. corrianus	৪৪.০	৫৬.০	২২.০	৩৪.০	৮.৭	১১.৬	৭.০	৬.৫	০.০

SFA: Saturated fatty acids; UFA: Unsaturated fatty acids; MUFA: Mono-unsaturated fatty acids; PUFA: Poly-unsaturated fatty acids; LA: Linoleic; ALA: Alpha-linolenic acid; ARA: Arachidonic acid; EPA: Eicosapentaenoic acid; DHA: Docosahexaenoic acid

পুষ্টিগুণ বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, শামুক ও ঝিনুকে খুব অল্প পরিমাণে চর্বি এবং উচ্চ প্রোটিন থাকায় তা মানবদেহের জন্য খুবই উপকারী। তাই মাংসের পরিবর্তে দেশের জনগণকে শামুক ও ঝিনুক দিয়ে তৈরি খাবারে অভ্যস্ত করা গেলে একদিকে যেমন মাছ ও মাংসের উপর বাড়তি চাপ কমবে তেমনি শরীরও সুস্থ থাকবে। অপরদিকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শামুক ও ঝিনুকের বেশ চাহিদা থাকায় দেশীয় পদ্ধতিতে শামুক-ঝিনুক চাষ করে বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন অপ্রচলিত জলজসম্পদ শামুক ঝিনুকের পোনা উৎপাদন ও চাষ এবং সংরক্ষণের উপর বর্তমানে গবেষণা পরিচালনা করা হচ্ছে।

(রচনা: ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও সোনিয়া স্কু, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট)

গত প্রজনন মৌসুমে ৪৮% মা ইলিশ ডিম ছেড়েছে

গত বছর (২০১৮) অক্টোবর মাসের ০৭ থেকে ২৮ তারিখ পর্যন্ত মোট ২২ দিন দেশব্যাপী ইলিশ আহরণ, ক্রয়-বিক্রয়, সংরক্ষণ ও পরিবহনের উপর সর্বাত্মক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করায় প্রায় ৪৮% মা ইলিশ ডিম ছাড়ার সুযোগ পেয়েছে বলে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষণা তথ্যে জানা গেছে। এ সময়ে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর থেকে ড. মো. আনিছুর রহমান এবং ড. মোহাম্মদ আশরাফুল আলমের নেতৃত্বে ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধকরণের প্রভাব নিরূপণের জন্য ইলিশের প্রজনন ক্ষেত্রসমূহে সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। ইনস্টিটিউট কর্তৃক আহরিত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক দেখা গেছে যে, ইলিশের প্রজনন সাফল্যে ২২ দিন আহরণ নিষিদ্ধকরণের ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। আহরণ নিষিদ্ধকালীন ধৃত ইলিশের অধিকাংশই ছিল পরিপক্ক অবস্থায়; এছাড়াও প্রজননক্ষম মা ইলিশের হার ৭৩% (২০১৭) থেকে ৯৩% (২০১৮) এ উন্নীত হয়েছে; এরমধ্যে ৪৭.৭৪% পরিপক্ক ইলিশ ডিম ছাড়ার সুযোগ পেয়েছে (প্রজননোত্তর)। আংশিক ডিম ছাড়া ইলিশের হার ছিল ২২% এবং প্রজননরত ইলিশের হার ৩% থেকে ১০% এ উন্নীত হয়েছে। ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধকরণের ফলে প্রজনন সাফল্য প্রায় ৮০% এ উন্নীত হয়েছে। এ বছর ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধকরণের ফলে ৭ লক্ষ ৬ হাজার কেজি ডিম উৎপাদিত হয়েছে। এরমধ্যে ৫০% ডিমের সাফল্যজনক পরিস্ফুটন হলে এবং এর ১০% বেঁচে থাকলে ৩ হাজার কোটি জাটকা ইলিশ পরিবারে যুক্ত হয়েছে বলে গবেষকগণ মনে করছেন। ইলিশের প্রধান প্রজননক্ষেত্রসমূহে পরীক্ষামূলক নমুনায়নের সময় প্রায় ৮৩% ইলিশের রেণু পোনা পাওয়া গেছে। অন্যান্য প্রজাতির মাছের রেণু পোনা পাওয়া গেছে প্রায় ১৭%। উল্লেখ্য, জাটকা ও মা ইলিশ সুরক্ষিত হওয়ায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দেশে ইলিশ উৎপাদন বেড়ে ৫ লক্ষ ১৭ হাজার মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বিএফআরআই-এ প্রশিক্ষণ আয়োজন

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিএফআরআই) কনফারেন্স রুমে বিগত ২৭-২৯ নভেম্বর ২০১৮ ও ০২-০৪ এবং ০৫-০৭ ডিসেম্বর ২০১৮ মেয়াদে তিন ব্যাচে পাঁচটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯০ জন শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে BFRI Evolved Technology for Fisheries Development শীর্ষক প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে বক্তব্য দিচ্ছেন বিএফআরআই এর মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ

অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, মৎস্য খাত বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে অতি সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে আজ

এরপর পৃষ্ঠা ০৩

ব্লু-ইকোনমি ডায়ালগ অন ফিশারিজ অনুষ্ঠিত

গত ১৯-২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ দুই দিনব্যাপী 'বাংলাদেশ ব্লু-ইকোনমি ডায়ালগ অন ফিশারিজ অ্যান্ড মেরিকালচার' ঢাকাস্থ প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁ হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে ডায়ালগ এর উদ্বোধন করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মো. আশরাফ আলী খান খসরু এমপি।

উদ্বোধনী বক্তব্য রাখছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী জনাব মো. আশরাফ আলী খান খসরু এমপি

এরপর পৃষ্ঠা ০৪

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস ২০১৯ উদযাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস ২০১৯ উদযাপন উপলক্ষে গত ১৭ মার্চ ২০১৯বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটে (বিএফআরআই) বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। কেক কাটার মাধ্যমে দিনের কর্মসূচি শুরু হয়। এছাড়া আয়োজিত দিনব্যাপী অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে ছিল শিশু-কিশোরদের মাঝে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, নাচ, গান, আবৃত্তি, বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের উপর আলোচনা অনুষ্ঠান এবং দোয়া মাহফিল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক

বিএফআরআই কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন

এরপর পৃষ্ঠা ০৩

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রীর মেরিন ফিশারিজ একাডেমি পরিদর্শন

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মো. আশরাফ আলী খান খসরু এমপি গত ২৪ জানুয়ারি ২০১৯ চট্টগ্রামস্থ মেরিন ফিশারিজ একাডেমি পরিদর্শন করেন। এ সময় মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো. রইছউল আলম মন্ডল, যুগ্ম সচিব (ব্লু-ইকোনমি) জনাব মো. তৌফিকুল আরিফ এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থা প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী একাডেমির সার্বিক ব্যবস্থাপনায় সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং একাডেমির ক্যাডেটদের যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে জানান। তিনি আরও বলেন, সমুদ্রের বিস্তৃত জলরাশির অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে দক্ষ জনবল তৈরির কোন বিকল্প নেই। সমুদ্রের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দেশকে অর্থনৈতিকভাবে আরো সমৃদ্ধ করা সম্ভব বলেও তিনি উল্লেখ করেন। একাডেমি পরিদর্শনের পর মাননীয় প্রতিমন্ত্রী অতিথিবৃন্দসহ স্থানীয় বিএফডিসি ক্যাম্পাস পরিদর্শন করেন এবং এর উন্নয়নে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন।

মেরিন ফিশারিজ একাডেমি পরিদর্শনকালে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয়কে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন একাডেমির অধ্যক্ষ ও ক্যাডেটবৃন্দ

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মো. আশরাফ আলী খান খসরু এমপি গত ২৩ জানুয়ারি ২০১৯ চট্টগ্রামস্থ সার্কিট হাউজ কনফারেন্স রুমে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো. রইছউল আলম মন্ডল। মতবিনিময় সভায় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী দেশের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিকতা ও সততার সাথে দায়িত্ব পালনের আহবান জানান। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে সমুদ্র জয়ের ফলে মৎস্য অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তর-সংস্থার দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে। এ সময় তিনি মেরিকালচার ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের স্থায়িত্বশীল আহরণে সংশ্লিষ্ট সকলকে একযোগে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন।

এরপর পৃষ্ঠা ০২

ফিশারিজ নিউজলেটার দেশ-বিদেশের সকল পর্যায়ের মৎস্য গবেষণা, উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনা কর্মকান্ড সম্পর্কিত তথ্য, উপাত্ত ও সমীক্ষা প্রচার করে থাকে। প্রবন্ধ, তথ্য প্রেরণের জন্য রচয়িতাদের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। সম্পাদক যে কোন প্রবন্ধ, সংবাদ ও তথ্য নির্বাচন এবং সংক্ষিপ্ত করার অধিকার সংরক্ষণ করেন। নিউজলেটারটি বছরের জানুয়ারি, এপ্রিল, জুলাই ও অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক	: ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ
সম্পাদকীয় পর্ষদ	: ড. মো. নুরুল্লাহ ড. মো. খলিলুর রহমান ড. খান কামাল উদ্দিন আহমেদ সৈয়দ লুৎফর রহমান ড. মো. জুলফিকার আলী ড. মো. ইনামুল হক ড. মো. আনিছুর রহমান
প্রকাশনা	: এস. এম. শরীফুল ইসলাম
প্রচার	: জান্নাতুল ফেরদৌস ঝুমা

প্রকাশনায় : মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ-২২০১

মুদ্রণে : চৌধুরী প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স, ময়মনসিংহ